করেছেন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে বণিকদের লভ্যাংশ হ্রাস পেয়েছিল। নানা রকম সমালোচনা সত্ত্বেও নিজামি ও হাবিবের মতে আলাউদ্দিনের বাজার দর নীতি সুলতানি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

কিন্তু আলাউদ্দিনের কৃত যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আলাউদ্দিন ব্যক্তিগত দক্ষতা ও নিষ্ঠায় নিজের সংস্কারগুলিকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কোনও আর্থিক নিয়ম নীতি মেনে ওই সব সংস্কার সাধিত হয়নি। ফলত প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলি স্থায়ী হতে পারেনি। এ ছাড়াও যে সমস্ত সরকারি নিয়ম রীতি চালু করা হয় সেগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত আমলারা যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ ও সৎ ছিলেন না। আলাউদ্দিন আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি রোধ করতে পেরেছিলেন কিনা তাও সঠিক ভাবে জানা যায় না। এই সব সমস্যার কারণে আলাউদ্দিনের সংস্কারগুলি কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

সংগ্রহ করা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সংস্কারগুলিতে অধিক গুরুত্ব দেবার দরুন এই পরিকল্পনাগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে জিয়াউদ্দিন বারানির লেখা থেকে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

রাষ্ট্রীয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। ফেরিস্তার মতে, করের পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন ইতিপূর্বে খাজনার হার ৬০% বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি কতখানি বৃদ্ধি করেছিলেন সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। দুর্ভাগ্যবশত খাজনা সংক্রান্ত সুলতানি নির্দেশ এমন একটি সময় প্রবর্তিত হয়েছিল যখন দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। কিন্তু, সুলতান এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কাজেই যখন রাজস্ব আদায়কারীরা অতিরিক্ত খাজনার জন্য কৃষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে তখন বহু কৃষক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কোথাও কোথাও তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। তবে সুলতান অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করেন। সুলতান অবশ্য দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের বিপর্যয়ের সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কৃষকবর্গকে দুরবস্থার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য ধরনের সাহায্য প্রদান করেন। কাজেই এরূপ মনে করার কোনও কারণ নেই যে ইচ্ছাকৃত ভাবে সুলতান নিপীড়ণ চালিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি কৃষির উন্নতির ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন।

সুলতানের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তা হলো দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত এবং পুনর্বার দেবগিরি থেকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। বারনির মতে, সুলতান দেবগিরিকে রাজধানী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তার কারণ দেবগিরি অনেক বেশি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। ইবন বতুতা এই পরিকল্পনার অল্পকাল পরে ভারতে আসেন, তিনি বলেন সুলতান দিল্লির অধিবাসীদের দেবগিরিতে যেতে বাধ্য করেন। কারণ হিসাবে বলেন দিল্লির জনগণ তাকে নানা কারণে সমালোচনা করে চিঠিপত্র লেখেন। এই কারণে সুলতান দিল্লিকে পুরোপুরি নির্জন করে দেবার সিদ্ধান্ত দেন। নিজামি মনে করেন যে, বারনি কিংবা ইবন বতুতা কারোর রচনার উপরেই আমরা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না। কারণ এইগুলিতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। বারনির রচনা সম্পর্কে নিজামির বক্তব্য হলো যে, তাঁর বর্ণনায় যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। ইবন বতুতার রচনা সম্পর্কে নিজামির বক্তব্য হলো যে এর মধ্যে স্ববিরোধ

রয়েছে। ইবন বতুতা এক দিকে উল্লেখ করেছেন যে দিল্লির জনগণের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। যদি শাস্তি প্রদান করতে সুলতান ইচ্ছুক হতেন তা হলে তিনি নিশ্চিত ভাবে তাদের বাসস্থান তৈরি করার জন্য মূল্য প্রদান করতেন না। নিজামির মতে, সুলতান দিল্লির জনগণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন এবং তাদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাদেরকে মহারাষ্ট্র অভিমুখে যেতে বাধ্য করেছিলেন। নিজামি বলেছেন, সুলতান যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, আকস্মিক ভাবে বা অভিনব কোনও কিছু করার উৎসাহে সুলতান এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। বস্তুতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ ভালোভাবে কার্যকরী করার জন্য তিনি এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

মহম্মদ হাবিব উল্লেখ করেন যে, সমসাময়িক যে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের তুলনায় তিনি দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। দেবগিরি অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। দেবগিরির দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হলে দাক্ষিণাত্যে দিল্লির কর্তৃত্ব বিঘ্নিত হতে পারত। বিশেষ করে গুজরাট ও মালবের উপর দিল্লির সুলতানের আধিপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান দেবগিরিতে দিল্লির মুসলিম জনগণের কিছু অংশকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের মোকাবিলার জন্য সুলতান তামার প্রতীকী মুদ্রা বা নোটের প্রবর্তন করেন। পরিকল্পিত খোরাসান ও কারাজল অভিযান বিপর্যস্ত হলে রাজকোষের উপর যথেষ্ট চাপ পড়েছিল। কিন্তু তা হলেও সুলতান পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যাননি। কাজেই নিজামি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সুলতান এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন যে তিনি কোনও সমস্যার আংশিক সমাধান করে থাকতে পারতেন না। কোনও সমস্যার সম্পর্কে অবগত হলে তিনি মৌলিকভাবে সেই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন। খুব সম্ভবত সেই সময় ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে রৌপ্যের ঘাটতিজনিত কারণে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্য সুলতান এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান তামার প্রতীকী মুদ্রার প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রা বা নোট যাতে জাল না করা যায় সে রকম কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে অচিরেই জাল তাম্র মুদ্রায় বাজার ছেয়ে যায়। শেষে সুলতান জনগণকে তামার মুদ্রা জমা দিয়ে খাজাঞ্চিখানা থেকে স্বর্ণ মুদ্রা নেওয়ার অনুমতি দেন।

৪. **আধুনিক কালে ঐতিহাসিকরা কীভাবে মহম্মদ বিন তুঘলককে চিত্রিত করেছেন?**

(ব. বি. ২০০৩)

দিল্লির সুলতানি ইতিহাসের সর্বাধিক বিতর্কিত চরিত্র হলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ঐতিহাসিকগণ তাঁর চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন মহম্মদ বিন তুঘলককে রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর এবং অধার্মিক। আবার কেউ কেউ তাঁকে উদার প্রকৃতির সুলতান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে উন্মাদ ও বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন বলেছেন। আবার অপর পক্ষের মতে, তিনি ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

**ব্যক্তিগত গুণাবলি:** মহম্মদ বিন্ তুঘলকের পূর্বে যতজন সুলতান দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত গুণাবলির বিচারে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন—ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্বে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলছেন, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিগত গুণাবলি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উচ্চ ভাবাদর্শে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের কোনও সুলতান তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। গ্রিক দর্শনের প্রতি আগ্রহবশত তিনি একজন যুক্তিবাদীতে পরিণত হন। বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য উলেমারাও তাঁর সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে ভয় পেতেন। পূর্ববর্তী সুলতানের কুঅভ্যাস তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সাধারণ ভাবে তিনি ছিলেন দয়ালু, সৎ, দানশীল এবং প্রজাদরদী। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি করেন। বারনির বিবরণ অনুযায়ী মহম্মদ বিন্ তুঘলক ছিলেন রসিক ও বাক্‌পটু।

**ধর্মনিরপেক্ষতা:** সমকালীন ঐতিহাসিক বারনি ও ইসামি তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ করেছেন। ইসামি তাকে কাফের বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ইসলাম এবং প্রত্যেক দিনের জীবনে